হবে। কয়েক যুগ পূর্বের তৈরী করা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললে জাতির মেরুদন্ড সোজা হওয়া তো দূরের কথা গোটা জাতি এর দ্বারা প্যারালাইসড্ হবে।

এ ব্যাপারে আমি কিছু তথ্যভিত্তিক আলোচনা করতে চাই। কারণ মাননীয় রাষ্ট্রপতি শিক্ষা নীতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা রিপোর্ট বাস্তবায়নের কথা বলেছেন।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রসঙ্গ

মাননীয় স্পীকার, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলে ধর্ম শিক্ষাকে পুরোপুরি নির্বাসন দেয়া হবে। এই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে ঈমান-আকিদা, তাহজীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শের বিপরীত, বিশেষ ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট সুপারিশ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে উল্লোখ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ শে জুলাই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিশন ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে একমাস ব্যাপী সফর করে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

সেই অভিজ্ঞতার আলোকে কমিশন একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছে ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী সেই রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই রিপোর্ট আর বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘ ২১ বছর পর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই উল্লেখিত রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন।

এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সরকার অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৪ সদস্যের একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও গঠন করেছেন। কমিটি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা বাইরে প্রকাশ করা হচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে ডঃ খুদার শিক্ষা কমিশনের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে।

মাননীয় স্পীকার! এই রিপোর্টের অংশ বিশেষ আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

ডঃ কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ৭ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা থাকবে না। ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণীতে সপ্তাহে ২টি করে ধর্ম শিক্ষার পিরিয়ড থাকবে।

৮ম অধ্যায় বলা হয়েছে নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষা দ্বিধাবিভক্ত হবে।

(ক) বৃত্তি মূলক শিক্ষা (খ) সাধারণ শিক্ষা। এ স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা থাকবে না।

মাননীয় স্পীকার! কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের ১১শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী। কেননা, সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

এ অধ্যায়ে আরো উল্লেখ করা হয় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী করে পুনর্গঠন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করে যে, ৭ম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রবর্তিত হবে। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য সম্পর্কে এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, দেশের কৃষক শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো; নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের মাঝে বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় উপধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীদের চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং বাস্তব জীবনে যেন এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

এতে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

রিপোর্টে ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে।

৭ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সারাদেশে সরকারী ব্যয়ে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচীভিত্তিক বিজ্ঞান এবং অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা (সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা) চালু করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার!

ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের উপরোল্লিখিত অংশ বিশেষ থেকেই স্পষ্ট যে, তৎকালীন এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এটাকে গণমূখী ও বাস্তবভিত্তিক বললেও এটা এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষের ঈমান আকিদা ও তাহজিব তমদ্দুনের সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ এবং বাস্তবভিত্তিক নয়।

যে সমাজতন্ত্র তার মাতৃভূমিতে আত্মহত্যা করেছে সেই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারনা অথবা, উগ্র সাম্প্রদায়িক দেশের শিক্ষানীতির আলোকে প্রণীত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী (সেক্যুলার) মডেলের শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে কখনই বাস্তবভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং মাননীয় স্পীকার!

ডঃ কুদরত-ই-খুদার ঐ বিতর্কিত শিক্ষা রিপোর্ট জনমত যাচাই ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন করা গোটা জাতির অধিকার ক্ষুণ্ন করার শামিল হবে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার! বর্তমান সরকারের আমলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার নামে